যুগান্তর

তারিখ 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

কেন্দ্রের চরম উদাসীনতা

ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে লৌহজংয়ে ৪৪ এসএসসি পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত

লৌহজং প্রতিনিধি

পরীক্ষার হলে ভুলক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী পরীক্ষায় ২০১৪ সালের সিলেবাসের প্রশ্নপত্র সরবরাহ এবং ওই প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা দেয়ায় মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে চরম হতাশায় পড়েছে চলতি (২০১৫) এসএসসি পরীক্ষার ৪৪ জন পরীক্ষার্থী। বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে ২০১৫ সালের পরিবর্তে ২০১৪ সালের সিলেবাসের প্রশ্নপত্রের আলোকে ওই ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য লৌহজং ইউএনওর একটি সুপারিশ পাঠিয়েছেন। তবে এই সুপারিশ পাঠানো সত্ত্বেও হতাশায় রয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। এ নিয়ে গত ১৫ দিন ধরে শিক্ষার্থীদের পাশাপশি চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তাদের অভিভাবকরা। তারা এ ব্যাপারে দ্রুত শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি লৌহজং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে (লৌহজং কেন্দ্র ২০৬) পরীক্ষা হলে ভুলক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী ৩৫ নম্বরের পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে ওই হলের হারিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩ জন, লৌহজং মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯, লৌহজং ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৪, লৌহজং গার্লস পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫, নওপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ ও পয়সা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ জনসহ মোট ৪৪ জন পরীক্ষার্থী ওই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থী দিতে বাধ্য হয়।

ভিন্নধারার প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েও কেন্ সিলেবাসের প্রশ্নপত্র দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে তা নিয়ে শঙ্কিত ও হতাশায় পড়েছে এসব পরীক্ষার্থীরা। একমত্র বহু নির্বাচনী পরীক্ষায়ই মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী পুরো নম্বর পাওয়ার আশা রাখে। যা শিক্ষার্থীদের ভালো ফল করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক। ওই কেন্দ্রের ভুক্তভোগী এসএসসি পরীক্ষার্থী জাকিয়া আবেদিন, শিফা আক্তার, সালসাবিল আক্তার জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রের ভুলের জন্য আমাদের ৪৪ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর স্বপ্নচাপা পড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন কমন না পড়া সত্ত্বেও পরীক্ষা হলে ভুলক্রমে বিতরণ করা ২০১৪ সালের যারা ফেল করেছে তাদের জন্য নির্ধারিত ওই প্রশ্নপত্রের আলোকেই পরীক্ষা দিয়ে বের হই আমরা।

দ্রুত শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি অভিভাবকদের

একপর্যায়ে কেন্দ্র সচিব এ বিষয়ে বোর্ডকে জানানোসহ উপযুক্ত সন্তোষজনক পদক্ষেপের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আমাদের সবাইকে আশ্বাস দেন। ভুক্তভোগী অভিভাবক উপজেলার কনকসার এলাকার জয়নাল আবেদিন ও আবদুল লতিফ খান জানান, ১৫ দিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিলন হালদার বিষয়টি জানেনই না— এমন গা ছাড়া ভাব নিয়ে বসে আছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে।

এখন কেন্দ্র ভুলের কারণে মেধাসম্পন্ন এই ৬টি স্কুলের ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর দায়দায়িত্ব কে দেখবেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালেকুজ্জামান জানান, শিক্ষাবোর্ড ২০১৫ সালের পরিবর্তে ২০১৪ সালের সিলেবাসের প্রশ্নপত্র দিয়ে ওই ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। বোর্ড থেকে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। আশা করছি ওই সব পরীক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা হবে না।